আফ্রিকায় খ্রিস্টানদের বিভ্রম

১৪০৬ হিজরিতে আফ্রিকার দেশগুলোতে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক ও ধর্মান্তরকারীদের সংখ্যা ছিলো এক লক্ষেরও বেশি। সেসময় তাদের শ্লোগান ছিলো: "সমগ্র আফ্রিকা ২০০০ সাল নাগাদ খ্রিস্টান হয়ে যাবে।" সমগ্র আফ্রিকাকে খ্রিস্টান বানানোর জন্য তাদের নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে আরো ২১টি বছর অতিক্রান্ত হলো। এদিকে খিলাফাহর বীর সৈনিকদের হাত ধরে আফ্রিকা খ্রিস্টানদের জন্য এক নজিরবিহীন জাহান্নামে পরিণত হয়েছে। উত্তপ্ত জিহাদের ময়দানে যুদ্ধের অগ্নিশিখা জ্বলছে পুরোদমে। খ্রিস্টানদের পাদ্রী, জনগোষ্ঠী ও মিলিশিয়ারা আজ হয় মরছে নয়তো পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ফলে খ্রিস্টান কাফিররা এমন এক শোচনীয় অবস্থার মধ্যে দিনাতিপাত করছে, যা বিগত দুইশত বছর কিংবা তার চেয়েও বেশি সময় ধরে তারা দেখেনি। এবং পূর্বাপর সকল সিদ্ধান্ত একমাত্র আল্লাহর।

সেখানকার পরিস্থিতি কেমন ছিল আর কীভাবে তা পরিবর্তিত হয়ে গেলো? কোথায় গেলো তাদের বহুমুখী খ্রিস্টানকরন প্রকল্পগুলো? এবং কোথায় সেই বিশাল পরিমাণ অর্থ যা তারা ব্যয় করেছিলো? কোথায় তাদের পরিকল্পনাগুলো, যার জন্য ডাকা হতো বড় বড় সম্মেলন? সেইসব ষড়যন্ত্রের জালগুলো আজ কোথায়? সব কিছুই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছে, যখন সংস্কারকগণ মুসলিমদের জীবনে তাওহীদের আহ্বান নতুন করে জাগিয়ে তুললেন এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ঘোষণা দিলেন। আর দিকে দিকে জোরগলায় তাকবীরের ধ্বনির আলোড়ন সৃষ্টি করলেন।

অথচ ইতিপূর্বে দীর্ঘ কয়েক দশক যাবৎ সেখানে চর্চা হচ্ছিলো শির্ক, বিদাত, ও বিকৃত দ্বীন। এর পাশাপাশি ফ্রান্স, পর্তুগিজ, স্প্যানিশ এবং অন্যান্য ক্রুসেডার ইউরোপীয় দেশগুলোর আগ্রাসন ও দখলদারিত্বের ফলে আফ্রিকায় শারীয়াহ শাসনেরও পতন ঘটেছিলো। এখানেই শেষ নয়, বছরের পর বছর ধরে সেখানকার মুসলিমদের দুর্ভিক্ষ ও নিস্পেষণের মধ্যে জীবনযাপন করতে হয়েছে। আর এসময়েই চরম বিদ্বেষী খ্রিস্টানরা মুসলিমদেরকে তাদের দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার জন্য কাজ করতে শুরু করে। যেমনটি আল্লাহ ﷻ বলেন: {আর তারা তোমাদের সাথে লড়াই করতে থাকবে, যতক্ষণ না তারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দেয়; যদি তারা পারে।} [আল-বাকারা:২১৭]

খ্রিস্টানরা আফ্রিকায় তাদের খ্রিস্টানকরণের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য মিশনারী পাঠানোসহ বিভিন্ন ধরনের জঘন্য উপায় অবলম্বন করেছে। মুসলিমদেরকে খ্রিস্টান বানানোর জন্য কখনো তারা ব্যবহার করেছে জোর-জবরদস্তি, আবার কখনো ব্যবহার করেছে প্রলোভন ও লোভ দেখানো। এর পাশাপাশি শিক্ষাদান ও তাদের ফাসাদের প্রতিষ্ঠানগুলোকেও তারা এই কাজে ব্যবহার করতো, যেগুলোর অকল্যাণ আজও নিঃশেষ হয়নি। এমনকি ঔষধ ও চিকিৎসা সেবার আড়ালেও তারা এই কাজ আঞ্জাম দিতো। কিছু কিছু আফ্রিকান রাষ্ট্রে তো এমন অবস্থা হয়েছিল যে, রুগী হাঁটু গেড়ে বসে মাসিহর (খ্রিস্টের) কাছে রোগ নিরাময়ের জন্য প্রার্থনা করা ব্যাতীত তারা তার চিকিৎসা কার্যক্রমই শুরু করতো না!

তারা সেখানকার জনগণের চরম দারিদ্র্যের সুযোগ নেয় তাদেরকে কিছু খাবারের টুকরার বিনিময়ে দ্বীন থেকে বিচ্যুত করার জন্য। তারা তাদের প্রচেষ্টা জোরদার করেছে, তাদের অর্থসম্পদ ব্যয় করেছে, এবং বহু সভা-সম্মেলনের আয়োজন করেছে। এবং এ সবকিছুই তারা করেছে শুধুমাত্র একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে; আর তা হলো আফ্রিকা মহাদেশকে একটি খাঁটি খ্রিস্টান মহাদেশে রূপান্তরিত করা। এমনকি ক্রুসেডার তাগুত "দ্বতীয় পল" রোম কনফারেন্স-এ তার এক বক্তব্যে আফ্রিকান বিশপদের একটি প্রতিনিধি দলকে উদ্দেশ্য করে জোর গলায় বলেছিলো: "আপনাদের জন্য শীঘ্রই একটি আফ্রিকান চার্চ নির্মিত হবে; আপনাদের থেকে এবং আপনাদের জন্য। আফ্রিকান উত্থান এবং ঐশ্বরিক মিশন পরিচালনা করার এখনই সময়। আর হে বিশপবৃন্দ, আপনাদের উপর রয়েছে বিশাল এক দায়িত্ব, আর তা হলো সমগ্র আফ্রিকাকে খ্রিস্টান বানানো।"

এই খ্রিস্টানকরণ অভিযানের পাশাপাশি মুসলিম দেশগুলোতে চলতে থাকে সামরিক অভিযান ও ক্রুসেড হামলা। আর এগুলোর সঙ্গে ছিল বিভিন্ন ত্রাণ সমিতি ও দাতব্য সংস্থার আড়ালে গোয়েন্দাবৃত্তির কাজ।

এসব প্রচারাভিযানে তাদের আরেকটি অন্যতম প্রচেষ্টা ছিল মুসলিমদের মাঝে বিভাজন সৃষ্টি করা এবং জাতীয়তা, জাতিসত্তা এবং অলীক সীমারেখার ভিত্তিতে তাদের একতা বিনষ্ট করা। প্রমাণস্বরূপ, তাদের একজন যাজক বলেছিলো: "খ্রিস্টনকরণ হলো মুসলিমদের ঐক্যশক্তি ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক্ এর ফলে খ্রিস্টান ধর্ম মুসলিমদের মাঝে একেবারে মিশে যেতে পারে।"

যখন আফ্রিকাতে খ্রিস্টানকরণ অভিযান তার চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছায়, এবং সেখানকার মুসলিমদের উপর ভয়াবহ ও মর্মান্তিক দূর্যোগ নেমে আসে, তখন অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর তাগুত শাসকরা ছিলো সম্পূর্ন নীরব। বরং তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্রুসেডার রাষ্ট্রগুলোর সাথে যোগসাজস রক্ষা করে চলতো।

মুসলিম উম্মাহর উপর এমন কঠিন সময়ও অতিবাহিত হয়েছে, যখন একজন ব্যক্তির সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ছিলো খৃষ্টানকরণের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে একটি বই লেখা অথবা খ্রিস্টানদের জুলুম-অত্যাচার নিয়ে একটি সাড়া জাগানো বক্তব্য দেওয়া। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভালো কাজটিও ছিলো দরিদ্র মুসলিমদের জন্য দান-সদকা সংগ্রহ করে খ্রিস্টান দাতব্য সংস্থাগুলোর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করা।

অবশেষে আরব উপদ্বীপে মুজাদ্দিদ ইমাম, শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব রহিমাহুল্লাহর দাওয়াতের আবির্ভাব হয়। যে দাওয়াতের ভিত্তি ছিলো আল্লাহর তা'আলার কিতাব ও তাঁর নবী ﷺ-এর সুন্নাহ। এ দাওয়াতের আবির্ভাবের পর থেকে মুসলিমদের মাঝে কল্যাণ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তার এই বরকতময় দাওয়াত আফ্রিকার জনগণের মধ্যে তাওহীদের প্রচার প্রসার এবং খ্রিস্টানদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের মোকাবিলায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। এসময় প্রচুর পরিমানে সঠিক আকীদার দারস শুরু হয়। যা মানুষের দ্বীনকে বিদয়াত, বিকৃতি ও কুসংস্কার থেকে রক্ষা করে, এবং গৌরব ও নাজাতের পথ দেখিয়ে দেয়; আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যে পথ অনুসরণের আদেশ করেছেন। তাছাড়া দাওয়াতটি ফলপ্রসূ হওয়ার পিছনে আরেকটি কারণ হলো আফ্রিকার আহলুস সুন্নাহর কুর'আনুল কারীমের প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে ভালোবাসা ও আগ্রহ থাকা। কেননা যেখানে কুরআনের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় এবং তার নির্দেশ মান্য করার আহ্বান অব্যাহত থাকে সেখানেই সাফল্য ধরা দেয়।

সবমিলিয়ে এটি ছিলো এক উর্বর ভূমি। যা আল্লাহর অনুগ্রহে আফ্রিকার মুসলিমদের খুব দ্রুত খিলাফাহর পতাকাতলে শামিল হওয়া ও দাওলাতুল ইসলামের প্রতি বাইয়াত ঘোষণার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। অতঃপর জিহাদের পথে আরোহণ করার পর সেখানকার মুসলিমদের অবস্থা বদলে যায়। তারা খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে এক তীব্র যুদ্ধ শুরু করে। যা খ্রিস্টানদের ঘাঁড়গুলো চূর্ণ করে দেয়, তাদের গ্রামগুলো জ্বালিয়ে দেয় এবং তাদেরকে সব রকমের শাস্তি ও ভীতির স্বাদ আস্বাদন করায়। এতে আফ্রিকায় খ্রিস্টানদের ধ্বংস ও তাদের রক্ষাকারী বাহিনীসমূহের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এক নতুন যুগের সূচনা হয়।

আফ্রিকার মুসলিমরা তাদের চরম দুর্বল অবস্থা কাটিয়ে এখন শহরে শহরে হামলা করছে। খ্রিস্টান ও মুরতাদ গোষ্ঠী এবং তাদের মিলিশিয়াসমূহের ঘাঁটিগুলোতে আক্রমণ করছে। মুসলিমরা আজ তাদেরকে লাঞ্ছিত করছে এবং তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছে। এর পাশাপাশি আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে দান করলেন নিজেদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে তাঁর শারীয়াহ বাস্তবায়নের তাওফীক।

এসবই মুসলিম উম্মাহর জন্য নতুন এক ভোরের সুসংবাদ বহন করছে, যার আলো আস্তে আস্তে উজ্জল ও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আর এটি সম্ভব হয়েছে কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে এবং তারপর খিলাফার সৈনিকদের ধৈর্যের মাধ্যমে; আমরা তাদের ব্যাপারে এমন ধারণাই পোষণ করি। এসবের পেছনে আরেকটি কারণ হলো খিলাফাহ'র সৈনিকদের বিজয় ও ক্ষমতা লাভের উপায় অনুসরণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, {হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে (অর্থাৎ তাঁর তাঁর দ্বীন ও নবী ﷺ-কে) সাহায্য করো, তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদেরকে অবিচল রাখবেন।} [সূরা মুহাম্মদ:৭]

একইভাবে এ ঘটনাগুলো আরব উপসাগরীয় অঞ্চলের মুরতাদ তাগুতদের নীচুতা স্পষ্ট করে তুলেছে। যারা আফ্রিকায় মুসলিমদের দুরবস্থা দেখেও এগিয়েআসেনি এবং মুসলিমদের উপর খ্রিস্টানদের লাগাতার ধর্মান্তরকরণ, হত্যা ও উচ্ছেদ অভিযান সত্ত্বেও কর্ণপাত করেনি। অথচ আজ তারা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে তাদের ভাই খ্রিস্টান ও মুরতাদদের সাহায্য করতে খুবই তৎপর। তারা তাদের সামরিক অভিযানগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করে ও আফ্রিকান জোটকে সম্পদ ও যুদ্ধের সরঞ্জামাদি দিয়ে সাহায্য করে। যেগুলো আল্লাহর অনুগ্রহে গণিমত হিসেবে মুজাহিদদের হস্তগত হচ্ছে। যাতে আগত মহাযুদ্ধে এগুলো তাদের পাথেয় হতে পারে; বি-ইয-নিল্লাহ।

খ্রিস্টানরা যেন জেনে নেয়, দাওলাতুল ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও আফ্রিকার বেশ কিছু অঞ্চলে এর সৈন্যরা ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যমে আফ্রিকার মুসলিমদের উপর তাদের দাপট দেখানোর যুগ বিগত হয়ে গেছে এবং ইন-শা-আল্লাহ তা আর কখনো ফিরে আসবে না। এটি এক বিরাট কল্যাণ এবং মুসলিম উম্মাহ ও ক্রুশ পূজারীদের মধ্যকার দ্বন্দের এক অগ্রবর্তী পদক্ষেপ। উলায়াত পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকার অঞ্চল ও শহরগুলোতে যা ঘটেছে, তা ধীরে ধীরে এখনো খ্রিস্টানদের শাসন ও জুলুম-নিপীড়নের মাঝে থাকা অঞ্চলগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ছে। আর এটি আল্লাহর নিকট মোটেও কঠিন কিছু নয়।

সমগ্র আফ্রিকার মুসলিমদেরই এই পথটি গ্রহণ করতে হবে, "বিশুদ্ধ আকি্দা ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ"। আর এটিই সর্বোত্তম পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে, ইন-শা-আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন: {কাফিররা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করলেও তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালাতো। অতঃপর তারা কোন অভিভাবক কিংবা সাহায্যকারী খুঁজে পেত না। এটিই আল্লাহর নিয়ম, যা পূর্ব থেকে চালু আছে। এবং তুমি আল্লাহর নিয়মে কোন পরিবর্তন পাবে না।} [আল-ফাত্হ:২২-২৩]। এবং পরিশেষে সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের মহামহীম রব আল্লাহর জন্য।